প্রথম আলো

তারিখ 19 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

উপাচার্যরা দোষ করলেও পার পেয়ে যান!

শরিফুজ্জামান

দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগে উপাচার্যরা দায়িত্ব ছাড়তে বাধ্য হলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তবে শিক্ষকতা পেশা এবং এই পদকে কলুষিত করার অপরাধের বিচার হওয়া উচিত বলে মত দিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিচার দূরে থাক, উল্টো বেশ কয়েকজন উপাচার্য অপসারিত হয়ে আরও বড় পদ পেয়েছেন। কেউবা রাষ্ট্রদূত হয়েছেন, কেউ সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য হয়েছেন। উপাচার্য হিসেবে সমালোচিত বা ব্যর্থ অধ্যাপকদের কেউ কেউ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক বা উদ্যোক্তাও হয়েছেন।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, উপাচার্য হওয়ার পর অন্যায় করে পার পাওয়া যায় এমন একটি ধারণা দেশে তৈরি হয়ে গেছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা বা আমলাদের অনেকেই মামলা ও বিচারের মুখোমুখি হয়ে থাকেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৫

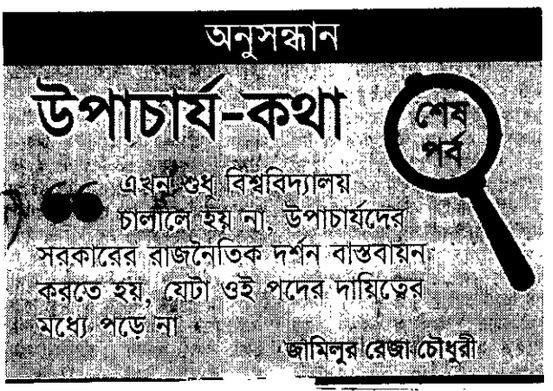

উপাচার্যরা দোষ করলেও পার পেয়ে যান!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, একজন উপাচার্য যদি অপসারিত হন বা চলে যেতে বাধ্য হন, সেটিই তাঁর জন্য বড় শাস্তি। এরপর সমাজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। তাঁর মতে, কেউ দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে প্রচলিত আইনে শাস্তির সুযোগ আছে এবং সেটি হওয়া উচিত।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় বেশ কয়েকজন উপাচার্যের বিরুদ্ধে বেপরোয়া দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের খলিলুর রহমান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এরশাদুল বারী, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মু. ওয়াহিদ-উজ-জামান, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবুল খায়ের, দিনাজপুরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোশাররফ হোসাইন মিঞা, শেরেবাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এম ফারুক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোসলেহউদ্দিন তারেক প্রমুখ।

২০০৭ সালের মার্চে *প্রথম আলোয়* তাঁদের অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন প্রকাশের দিনই খলিলুর রহমান পদত্যাগ করেন আর এরশাদুল বারীকে অপসারণ করে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

২০০৯ সালের পরও কয়েকজন উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। তাঁদের মধ্যে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে এবং আন্দোলনের মুখে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আব্দুল হাকিম সরকার ও আলাউদ্দিনকে অপসারণ করা হয়েছে। ইউজিসির তদন্তে নিয়োগ-বাণিজ্য, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিসহ বিভিন্ন অভিযোগের প্রমাণ মিললেও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শাদাতউল্লাকে দায়িত্ব শেষ করার সুযোগ দেওয়া হয় আওয়ামী লীগের একজন কেন্দ্রীয় নেতার হস্তক্ষেপে। একইভাবে রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মু. আবদুল জলিল মিয়া বিশ্ববিদ্যালয়টি পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত করেন বলে তদন্তে ইউজিসি প্রমাণ পায় এবং তাঁকে অপসারণের সুপারিশ করে। বিশেষ চাপে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এটা করতে পারেনি, তবে প্রতীকীভাবে তাঁকে মেয়াদ শেষ হওয়ার এক দিন আগে অপসারণ করে। নারী কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গত মার্চে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. রফিকুল হক। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. অহিদুজ্জামানের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করতে পারেনি ইউজিসির কমিটি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াহিয়া আখতারের মতে, ইউজিসি সাধারণত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের দুর্নীতির অভিযোগ উপেক্ষা করে। ইউজিসির চেয়ারম্যান, সদস্য ও উপাচার্যরা রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। ইউজিসি মনে করে, একজন উপাচার্য যদি দুর্নীতির দায়ে শাস্তির শিকার হন, তাহলে এ ধরনের অসৎ অধ্যাপককে উপাচার্য হিসেবে পছন্দ করার দায় সরকারের ওপর বর্তায়। (*ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা: মেকিং আনমেকিং রিমেকিং*, ইমতিয়াজ আহমেদ ও ইফতেখার ইকবাল সম্পাদিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ২৮৭, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৬)।

অধ্যাপক ইয়াহিয়া লিখেছেন, দুর্নীতিগ্রস্ত উপাচার্যদের বিচারের মুখোমুখি না করে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন নীতিনির্ধারক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, শিক্ষক হওয়ায় এবং রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকায় উপাচার্যদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। মন্ত্রণালয় তাঁদের অপসারণ করে দুর্নীতির প্রতিকার খোঁজে।

তবে প্রতিবেশী দেশ ভারতে অপসারিত উপাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে যোগ্যতায় ঘাটতি থাকা ২১ জন অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়াসহ আর্থিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ মাথায় নিয়ে সরে যেতে বাধ্য হন বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুশান্ত দাশগুপ্ত। গত ২৪ মে *আনন্দবাজার পত্রিকার* খবরে বলা হয়, উপাচার্য পদ থেকে সরে দাঁড়ালেও সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স (সিবিআই) তাঁকে ছাড় দেয়নি।

উপাচার্যদের মান কমছে

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে উপাচার্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অবদানের সঙ্গে এখনকার উপাচার্যদের তুলনা করলে গুণগত মানের ফারাক বোঝা যায়। স্বাধীনতার পর কয়েকজন শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিককে অনুরোধ করে তাঁদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রবীণ কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুর আগ্রহে তখন মুজাফফর আহমদ চৌধুরী (ম্যাক স্যার নামে পরিচিত) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, খান সরওয়ার মুরশিদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, এনামুল হক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইন্নাস আলী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের দায়িত্ব নেন। তখনকার ছাত্র আন্দোলনের মুখে ইন্নাস আলী পদত্যাগ করলে সাহিত্যিক আবুল ফজলকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করেন বঙ্গবন্ধু।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, বঙ্গবন্ধু ওই সব ব্যক্তিকে অনুরোধ করে উপাচার্য পদের দায়িত্ব দেন। আর এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ নানা পদের লোভে রাজনৈতিক দলের সক্রিয় নেতা-কর্মীতে পরিণত হয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, এ পর্যায়ে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কজন যোগ্যতাসহ পাণ্ডিত্যের জন্য উপাচার্য হয়েছেন? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, নব্বই-পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাঁরা উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁদের প্রায় সবাই কমবেশি সরকারের অনুগত।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. কায়কোবাদ *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকারি দলের সমর্থকদের মধ্য থেকেই উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হোক। কিন্তু যোগ্য, দক্ষ ও সুশিক্ষিত কাউকে ওই পদে দিতে হবে। এমন কাউকে না পাওয়া গেলে প্রয়োজনে বাইরে থেকে উপাচার্য আনতে হবে। কিন্তু একজন অসৎ ও অদক্ষ মানুষের হাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক গাজী সালেহউদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আইনে উপাচার্যের ক্ষমতা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে বেশি। প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর কাজের জন্য সংসদ ও জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। কিন্তু একজন উপাচার্যকে কারও কাছেই জবাবদিহি করতে হয় না। উপাচার্য যতই দুর্নীতিগ্রস্ত হোন না কেন, মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সব দায় থেকে অবমুক্ত হন।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, এখনকার উপাচার্যদের কেউ কেউ সঙ্গে জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে ঘুরে বেড়ান। উপাচার্য হওয়ার জন্য স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে মন্ত্রী-সাংসদদের কাছে তদবির করেন। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, উপাচার্য হওয়ার মতো যোগ্য লোক অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। পাবনা, সিলেট, পটুয়াখালী, বরিশালের মতো জেলায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কে হবেন, সেই সিদ্ধান্ত বরং স্থানীয় চাহিদার ওপর ছেড়ে দেওয়াটাই রেওয়াজ হয়ে গেছে। তা ছাড়া যেহেতু যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি নয়, সেহেতু দলীয় পরিচয় দল ঠিক করে দিলে মন্ত্রণালয় এই নিয়োগে স্বস্তি বোধ করে। উপাচার্য হতে আগ্রহী অনেক অধ্যাপকের জীবনবৃত্তান্তে স্থানীয় নেতা, সাংসদ বা মন্ত্রীদের সুপারিশ থাকে।

শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দলীয় নিয়োগ বাঞ্ছনীয় বা প্রত্যাশিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়োগ এমনভাবে দলীয়করণ হবে, এটা আমরা আশা বা আশঙ্কা কোনোটাই করিনি।'

কেমন উপাচার্য চাই

উপাচার্য কে হবেন? এর জবাবে একাধিক শিক্ষাবিদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ একাডেমিক কর্মকর্তা একাডেমিক উন্নয়নে মেধাকে কাজে লাগাবেন। যাঁর শিক্ষাগত উৎকর্ষতা বা লক্ষ্য নেই, যিনি অতি সহজেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন, তাঁর এ পদে আসা বা থাকার যোগ্যতা নেই।

শিক্ষাবিদ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদ জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, ভালো একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াও উপাচার্যের প্রশাসনিক দক্ষতা থাকতে হবে। কিন্তু বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি দেখা হয় না।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সরকারের মেয়াদে দুবার এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে একবার উপাচার্য হওয়ার প্রস্তাব পেয়েছিলেন জামিলুর রেজা চৌধুরী। উপাচার্য না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, সরকারের কথা শুনতে হবে, স্বাধীনভাবে কাজ করা যাবে না—এমন আশঙ্কা থেকেই ওই পদে যেতে চাইনি। তাঁর মতে, এখন শুধু বিশ্ববিদ্যালয় চালালে হয় না, উপাচার্যদের সরকারের রাজনৈতিক দর্শন বাস্তবায়ন করতে হয়, যেটা ওই পদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য না হলেও জামিলুর রেজা চৌধুরী বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, এখন ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য।

উপাচার্য কে হবেন—এ প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, একজন উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি সংগীত, খেলাধুলা, নাটকসহ সংস্কৃতিচর্চায় নেতৃত্ব দেবেন সেই ব্যক্তি, যাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে না। আর তাঁর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবখানে।

সংশোধনী : মঙ্গলবার *প্রথম আলোয়* 'রাজনৈতিক "রং" দেখেই উপাচার্য' শিরোনামে প্রকাশিত খবরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা উপাচার্যদের মধ্যে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের নাম ফরাসউদ্দিন আহমেদ ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

pintu.dhaka@gmail.com